দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং-দুদক/জনসংযোগ/ তারিখ: ০৬/৪/২০১৬ খ্রি:

বিষয় : 'দুর্নীতি দমন কমিশনে সাংবাদিক নিষিদ্ধ' সংক্রান্ত সংবাদের স্পষ্টীকরণ।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনে "সাংবাদিক নিষিদ্ধ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে-

১। কমিশনে সাংবাদিকদের নিষিদ্ধ করা হয়নি। কমিশনের সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনায় কতিপয় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে কমিশনের তথ্য প্রদানে একমাত্র জনসংযোগ কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। বর্তমান কমিশন গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্র অনুধাবন করে কমিশনের সচিব (যিনি সরকারের সচিব) এবং জনসংযোগ কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এ সকল কর্মকর্তা যদি তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন অথবা তারা মনে করেন বিশেষ কোনো বিষয়ে কমিশনের কথা বলা উচিত তা হলে কমিশন সাংবাদিকগণের সাথে কথা বলবেন। এছাড়া সচিব ও জনসংযোগ কর্মকর্তাকে নিয়মিত প্রেসব্রিফিং করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গতকাল ৫ এপ্রিল, ২০১৬ দেশের বহুল প্রচারিত ৭ টি পত্রিকার প্রতিনিধি (সাংবাদিক) কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। এ ছাড়া অনেক সংবাদকর্মী সচিব ও জনসংযোগ কর্মকর্তার সাথে কথা বলছেন এবং নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করছেন।

২। কমিশনের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে এবং কমিশনের সার্বিক নিরাপত্তা ও অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম স্বচ্ছ, সম্পূর্ন নিরপেক্ষ করার জন্য দর্শনার্থী প্রবেশের বিষয়ে বিগত ১৯/০৩/২০১৪ তারিখে কমিশনের সচিব কর্তৃক জারীকৃত অফিস আদেশের নির্দেশনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সকল দর্শনার্থীগণ বিকেল ৩ ঘটিকা থেকে ৪.৩০ ঘটিকার মধ্যে কমিশনের অভ্যর্থনা থেকে যথানিয়মে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করে পাস গ্রহণ করে কমিশনে প্রবেশ করবেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় দুর্নীতি দমন কমিশনে গণমাধ্যমকর্মীদের বসার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া সেন্টার রয়েছে। যা এখনও সকল সাংবাদিকগণের সার্বক্ষনিক বসার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই কমিশন দেশে প্রথম তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। তথ্য অধিকার আইনে কমিশনে যতগুলো আবেদন এসেছে প্রত্যেকটি আবেদন কমিশন বিবেচনা করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের তথ্য প্রদান করেছে। বর্তমান কমিশন ইতোমধ্যেই নির্ধারিত সময়ে আবেদনকারীদের তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছে।

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে গণমাধ্যমের সহযোগিতা ব্যতিত দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন সম্ভব নয়। তাই গণমাধ্যমের সাথে কমিশন নিবিড় আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে চায়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীগণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কমিশন প্রত্যাশা করে গণমাধ্যমকর্মীরা দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অতীতের ন্যায় দুর্নীতি দমন কমিশনের ডাকে অব্যাহতভাবে সাড়া দিবেন। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিবছর গণমাধ্যমকর্মীগণের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করছে।

06/04/16
(প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য)
উপ-পরিচালক
ও
জনসংযোগ কর্মকর্তা